২৫

ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 15 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ...

কৃষি কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

৪ আগস্ট ভোরের কাগজ-এর চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজ শিরোনামের চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের জন্য এককভাবে কৃষি কলেজসমূহকে দায়ী করা হয়েছে— যা অত্যন্ত আপত্তিকর ও অমানবিক।

১. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ১৯৯৬-৯৭ সেশনের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শেষ হতে সময় লেগেছে প্রায় চার মাস। অথচ এই রুটিনের দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ দীর্ঘ সময় পরীক্ষা নেওয়ার জন্যতো কৃষি কলেজসমূহ দায়ী ছিল না।

২. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ১৯৯৭-৯৮ সেশনের ভর্তির সময় ছাত্রদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান (পরীক্ষা না পিছানোর জন্য) করা হয়েছিল, কিন্তু ১ আগস্ট পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই পরীক্ষা পিছানোর দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং কর্তৃপক্ষ তা প্রায় ২ মাস পিছিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে কি কৃষি কলেজ দায়ী?

৩. ভারতীয় উপমহাদেশের তিনটি উচ্চতর কৃষি শিক্ষার একটি ছিল বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট। যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ সালে এবং প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর থেকেই তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ হিসেবে ছিল কিন্তু ১৯৬১ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপের মুখে তারা প্রথম কৃষি কলেজ হিসেবে কৃষি ইনস্টিটিউটকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু বর্তমানে কৃষি কলেজ তো রয়েছেই যা কৃষি কলেজসমূহে নেই।

এছাড়াও তিনি কিছু ভুল তথ্য দিয়েছেন- ১. BARI-এর অধীনে কৃষি কলেজের সংখ্যা তিনটি, কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন পাঁচটি। ২. বেসরকারি কলেজগুলোতে ভর্তি হতে ২০/২৫ হাজার টাকা লাগে (এককালীন)। অথচ তিনি উল্লেখ করেছেন ১০/১২ হাজার টাকা।

সর্বোপরি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে একই সময় একই সিলেবাসে পরীক্ষা দিয়ে একই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও তাই হচ্ছে কিন্তু এতো দ্বিধা কেন?

যশোদা পালিত
১০৭/ সিরাজ উদ-দৌলা হল
বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট
ঢাকা- ১২০৭